দৈনিক
ইত্তেফাক

25 DEC 2002

সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ঃ দুবার ভর্তি পরীক্ষার কারণে বহু আসন খালি থাকে

॥ মিজানুর রহমান ॥

একটি আসন সংকটের মধ্যেও দেশের সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে প্রতিবছর কয়েক হাজার আসন খালি পড়ে থাকে। ফলে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে মেধাবী শিক্ষার্থীরা। কারণ হিসেব চিহ্নিত হয়েছে, বিশ্ববিদ্যালয়ে দুইবার ভর্তি পরীক্ষার সুযোগ। প্রথমবার ভর্তি হওয়া ছাত্র-ছাত্রীদের একটি বিরাট অংশ দ্বিতীয়বার ভর্তি পরীক্ষার সুযোগে এক বছর 'ইয়ার লস' দিয়ে অপেক্ষাকৃত চাহিদাসম্পন্ন বিভাগে ভর্তি হয়। এর ফলে পূর্ববর্তী আসনটি খালি হয়ে যায়। এছাড়া অভিযোগ রয়েছে দ্বিতীয়বার ভর্তি পরীক্ষার সুযোগে ভাল বিভাগে ভর্তি হওয়া অনেক শিক্ষার্থী অন্যের হয়ে ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নেয়। এ সুযোগে কম যোগ্যতাসম্পন্ন এক শ্রেণীর শিক্ষার্থী ভর্তির সুযোগ পেয়ে যাচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ডীনও এর সত্যতা স্বীকার করেছেন। (১৯শ পৃঃ ১-এর কঃ দ্রঃ)

সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়

(২০শ পৃঃ পর)

শিক্ষা মন্ত্রী ড. ওসমান ফারুক গত ফেব্রুয়ারী মাসে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ভিসিদের এ সমস্যা সমাধানের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানান। কিন্তু সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, এ ব্যাপারে তেমন কোন সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়নি। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক এম আসাদুজ্জামান বলেন, উচ্চ শিক্ষার স্বার্থে দেশের সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বহুসংখ্যক আসন থাকায় ছাত্র-ছাত্রীদের একবারই ভর্তির সুযোগ দেয়া উচিত। বর্তমানে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে যে পরীক্ষা পদ্ধতি চালু রয়েছে তা ত্রুটিযুক্ত বলে তিনি মনে করেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতি আসন সংকটের মধ্যেও প্রতিবছর ৫ শতাধিক আসন খালি পড়ে থাকে। এছাড়া রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রায় ৫শ', চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ৪শ', জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ৩শ', কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে ৪শ' আসন খালি পড়ে থাকে। অন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলোরও একই অবস্থা। প্রতিবছরের ধারাবাহিকতায় এ বছরও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে কয়েক হাজার আসন খালি হবে। তবে বুয়েটে গত বছর থেকে এইচএসসি পাশ ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য একবার ভর্তি পরীক্ষার নিয়ম করায় এ বিশ্ববিদ্যালয়ে এক বছর পর আসন খালি থাকার বিষয়টি অনেক হ্রাস পেয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডীন অধ্যাপক হারুন-অর-রশিদ বলেন, বুয়েটে যে নিয়ম চালু করা হয়েছে সেটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েও চালু করা যায় কিনা তা নিয়ে কর্তৃপক্ষ চিন্তাভাবনা করতে পারেন।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি কমিটির এক সদস্য বলেন, মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে একজন শিক্ষার্থীকে দ্বিতীয়বার ভর্তি পরীক্ষার সুযোগ দেয়া উচিত। এতে সে হয়তো তার পছন্দের বিষয়ে ভর্তি হতে পারবে। তিনি এ সত্যতা স্বীকার করেন যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ভর্তির ক্ষেত্রে যে নিয়ম রয়েছে তা যুগোপযোগী নয়। এ পদ্ধতির সংস্কার প্রয়োজন। তিনি বলেন, কর্তৃপক্ষ স্বামেধা এড়াতে বিদ্যমান পদ্ধতি নিয়েই সন্তুষ্ট।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক এস এম এ ফায়েজ বলেন, প্রতিবছর কিছু আসন খালি হবে এ বিষয়টার কথা ভেবেই বিভিন্ন বিভাগে নির্দিষ্ট আসনের চেয়ে অতিরিক্ত ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করা হয়। তারপরও যাতে বেশীসংখ্যক আসন খালি না থাকে সে ব্যাপারে উপযুক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে। বিজ্ঞান অনুষদের ডীন অধ্যাপক আর আই এম আমিনুর রশিদ বলেন, উচ্চ শিক্ষার জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি সিটও খালি থাকা উচিত নয়। প্রতিবছর যে আসন খালি হয় তা নিয়ে আলোচনা হয় না তা নয়, কিন্তু সমাধান খুঁজে পাওয়া যায় না। রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক আ ক ম শহীদুল্লাহ বলেন, দ্বিতীয়বার ভর্তি পরীক্ষার সুযোগ থাকবে। তবে এ সুযোগে অবৈধভাবে কেউ যাতে ভর্তি হতে না পারে সে বিষয়টি কর্তৃপক্ষকে নিশ্চিত করতে হবে।